গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টাস্কফোর্স
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ ও দেশের গুরুত্বপূর্ন অন্যান্য নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স"- এর ৩৫তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	শাজাহান খান, এমপি মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
তারিখ	ঃ	১৪ মে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ।
সময়	ঃ	বিকাল ০৩.০০ টায়
সভার স্থান	ঃ	এ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ ।
উপস্থিত সদস্যদের তালিকা	ঃ	পরিশিষ্ট 'ক'।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এম, পি এঁর সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতি সভায় উপস্থিত জনাব শামসুর রহমান শরীফ, মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সভায় আগত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-কে সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানান। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সভার শুরুতে বিগত ৩৪তম সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ প্রেক্ষিতে বেগম আরফিন আরা বেগম, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ বলেন যে, কার্যবিবরণীতে শুধু আলোচ্যসূচী নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্যসূচীতে বিষয়টি কী তা উল্লেখ নাই। এতে প্রকৃত বিষয়টি পরিষ্কার হয় না। এর পরিবর্তে আলোচ্যসূচীর সাথে মূল বিষয়টি উল্লেখ করলে ভাল হয় মর্মে তিনি মতামত দেন। তাঁর মতামত সভায় গৃহীত হয়। অতঃপর সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কে বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে বলেন। সে অনুযায়ী অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলের মতামত ও বক্তব্য জানতে চান।

২.১। **আলোচ্যসূচী-১ ঃ** জরীপ অধিদপ্তর থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে নক্সা তোলার বিষয়ে বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির আলোচনায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে নদী রক্ষা কমিশনকে ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত টাকা না পাওয়া সত্ত্বেও কমিশনের নিজস্ব বাজেট হতে অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে গাজীপুর জেলায় ৩৫৬টি এবং মানিকগঞ্জ জেলায় ৩৫৫টিসহ সর্বমোট ৭১১টি নকশা জরিপ অধিদপ্তর থেকে সংগ্রহ করে জেলা প্রশাসকগণের প্রতিনিধির নিকট বিগত ৯/৫/২০১৭ তারিখে সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, সঠিকভাবে চাহিদা নিরূপন না করে বারবার সংশোধিত চাহিদা প্রেরণ এবং একইভাবে ভূমি জরিপ অধিদপ্তর হতেও প্রকৃত মুদ্রিত নকশা সরবরাহের নিমিত্ত নকশার সংখ্যা সুস্পষ্ট না করার জন্য নকশা সংগ্রহ ও সরবরাহের বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী এবং নারায়নগঞ্জের জেলা প্রশাসকগণের আওতাধীন নদী সংশ্লিষ্ট মৌজাসমূহের সিএস ও আরএস ম্যাপ এর সঠিক চাহিদা নিরূপনপূর্বক নদী কমিশনে প্রেরণের প্রস্তাব করেন। জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতে সঠিক চাহিদা প্রাপ্তি সাপেক্ষে তা সরবরাহের জন্য প্রকৃত সরবরাহ সূচী (delivery Schedule) প্রস্তুত ও নদী কমিশনে প্রেরণের জন্য সভাপতির মাধ্যমে ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রতি আহ্বান জানান। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং তহশিলদারগণের নিকট নক্সা আছে। তাঁরা প্রায় ১৪০০ মৌজার নক্সা অতি শীঘ্রই দিতে পারবেন। তবে কোন্ শীটের নক্সা প্রয়োজন সেটা সুনির্দিষ্টভাবে জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক জানাতে হবে। এ প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, ঢাকা জানান, ঢাকা জেলা প্রশাসন থেকে যে চাহিদা দেয়া হয়েছে তা সঠিকভাবেই দেয়া হয়েছে। নকশা সংগ্রহের জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে ২৫ লক্ষ টাকা ছাড়করণের বিষয়ে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেন যে, ইতোমধ্যেই চাহিদাকৃত ২৫ লক্ষ টাকা নদী কমিশনের অনুকূলে বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আগামী জুন ২০১৭ মধ্যে তা ছাড় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ অর্থ না পাওয়া পর্যন্ত নদী কমিশন তাদের অব্যয়িত বাজেট বরাদ্দ হতেই ব্যয় করে নকশা সংগ্রহ করতে পারবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

২.২। **আলোচ্যসূচী-২ ঃ** "জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সঠিক স্থানে সীমানা পিলার স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবে"- বিগত সভার এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনায় চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সভাকে অবহিত করেন যে, বিআইডব্লিউটি কর্তৃক উত্থাপিত ৬০৭টি পিলারের অবস্থান বিষয়ক আপত্তি জেলা প্রশাসক ও বিআইডব্লিউটিএ'র যৌথ জরিপের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে মর্মে নদী কমিশনে অনুষ্ঠিত সভায় BIWTA নিশ্চিত করেছে এবং পুনঃনির্ধারিত স্থানে জিপিএস রিডিং গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ফোরশোর নকশায় পূর্বতন এবং নতুনভাবে সঠিক স্থানে চিহ্নিত অবস্থান

চলমান পাতা-০২

প্রদর্শন করা হয়নি। ফোরশোর ম্যাপে জিপিএস রিডিংসহ এ দু'টির অবস্থান চিহ্নিত করে তা নদী কমিশনে প্রেরণের জন্য বিআইডব্লিউটিএ কে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে নারায়নগঞ্জ ও টঙ্গী নদী বন্দর এলাকার নকশায় পূর্বতন ও নতুন স্থান চিহ্নিত করে জিপিএস রিডিং এর প্রতিফলন ঘটিয়ে সে নকশার একটি অনুলিপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ ও নারায়নগঞ্জের জেলা প্রশাসকগণ নিষ্পত্তিকৃত পিলারের মধ্যে কতগুলি পিলার সংশ্লিষ্ট জেলায় রয়েছে তা স্পষ্টকরণের জন্য বিআইডব্লিউটিএ কে অনুরোধ জানান। পরবর্তী সভায় এ সংক্রান্ত জেলাভিত্তিক তালিকা উপস্থাপন করা হবে মর্মে বিআইডব্লিউটিএ'র প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন।

২.৩। আলোচ্যসূচী-৩ ঃ "পুনঃ জরীপের কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নদীর দুই পাড়ে সকল প্রকার স্থাপনা নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে" এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনায় চেয়ারম্যান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সভাকে অবহিত করেন যে, টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যেই বিআইডব্লিউটিএ, পুলিশ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ ইতোমধ্যেই দু'টি এক্সক্যাভেটর (Excavator) আশুলিয়া এলাকায় নিয়োজিত করেছে। তবে আরও Excavator দিয়ে অবিলম্বে দৃশ্যমানভাবে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন মর্মে বিআইডব্লিউটিএ জানিয়েছে। উপরন্তু নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক এ বিষয়ে চারটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃথকভাবে বিজ্ঞপ্তি, বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচারণা, বিটিআরসির মাধ্যমে বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানি কর্তৃক মেসেজ প্রচার ও নদী তীরবর্তী জণগনের সাথে সভা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। বিআইডব্লিউটিএ'র প্রতিনিধি বলেন, পুনঃ জরিপের কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নদীর দুই পাড়ে সকল প্রকার স্থাপনা নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার জন্য বিআইডব্লিউটিএ'র প্রধান কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট নদী (বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ ও ধলেশ্বরী) এলাকার বন্দর সমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও জনপ্রতিনিধিগণের সাথে আলোচনা এবং প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মাইকিং ও জনসভা করে বিআইডব্লিউটিএ'র জনসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২.৪। আলোচ্যসূচী-৪ ঃ "বিআইডব্লিউটিএ'র উল্লিখিত ১৩ টি অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে" এর বাস্তবায়ন বিষয়ক আলোচনায় বিআইডব্লিউটিএর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, ১৩টি অবৈধ স্থাপনা অপসারণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহের পুনঃজরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোন স্থাপনা অপসারণ করা হয়নি। চেয়ারম্যান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন উল্লেখ করেন যে, বিআইডব্লিউটিএ বর্ণিত ১৩টি স্থাপনা অবৈধভাবে চিহ্নিত করলেও সে বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য স্বচ্ছতার সাথে নকশা প্রণয়ন, নকশায় পূর্বতন ও নতুন অবস্থান জিপিএস রিডিংসহ চিহ্নিতকরণ, সংশ্লিষ্টদেরকে অবহিতকরণসহ অন্যান্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব জরুরী। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ বলেন, সীমানা পিলারের বাইরেও কিছু স্থাপনা আছে। পরবর্তীতে এসব স্থাপনাগুলো সীমানার মধ্যে পড়ে। তিনি আরো বলেন যে, ২০০৪ সালের আইনে বলা হচ্ছে ১৫০ ফুট Port Limit, কিন্তু নক্সা অনুযায়ী সীমানা পিলার ঠিক আছে। জেলা প্রশাসক, ঢাকা বলেন, উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল ও সরঞ্জাম নাই। তিনি বলেন, দু'একটা উচ্ছেদ করতে না পারলে দখলকারীরা ভয় পাবে না। যে ১৩টার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেগুলো উচ্ছেদ করতে হবে। জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ বলেন ধলেশ্বরী নদীর ভিতরে সিমেন্টের ক্লিংকার লোড/আনলোড করার জন্য যে বার্থিং জেটি করা হয়েছে সেগুলো BIWTA কর্তৃক অনুমোদিত কিনা তা জানা দরকার। অনুমোদিত না হলেও ১৩টার সাথে এগুলোও উচ্ছেদ করা দরকার। এ প্রেক্ষিতে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন, সীমানা পিলারগুলো বুঝে নেয়ার সময় এগুলোর বিষয়ে আপত্তি ছিল। এগুলো আপত্তিকৃত এলাকার মধ্যে পড়েছে। যে ১৩টি স্থাপনা নদীর মধ্যে সেগুলো অবশ্যই উচ্ছেদ করতে হবে। তিনি বলেন, চলতি মে মাসের শেষ সপ্তাহে উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে।

২.৫। আলোচ্যসূচী-৫ ঃ "ধর্মীয় স্থাপনা বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদের সাথে নিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে" এর আলোচনায় চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সভাকে অবহিত করেন যে, বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক প্রণীত তালিকায় ৪৫টির মধ্যে ৪টি মসজিদের ধর্মীয় নেতাসহ প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করা হয়েছে। মসজিদ কমিটির সকলেই নদী কমিশনকে অবহিত করেছেন যে এ মসজিদগুলি স্থাপনের কোন আইনগত দলিল বা কাগজপত্র নেই। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি উক্ত আলোচনা সভায় ধর্মীয় বিধি অনুসারে মসজিদগুলির বৈধতা প্রশ্নবোধক বলে মত প্রকাশ করেছেন। ফলে এই ৪টিসহ তালিকায় বর্ণিত সকল মসজিদই বৈধভাবে নির্মিত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সকলেই কমিশনকে জানিয়েছেন যে, বিকল্প জায়গায় সংস্থান হলে মসজিদগুলি স্থানান্তরের জন্য তারা প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে এ সকল অবৈধ মসজিদগুলি অপসারণ/স্থানান্তর করা সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট সময় দিয়ে মসজিদগুলিকে স্ব-উদ্যোগে স্থানান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট মসজিদ কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে। অন্যথায় প্রদত্ত সময় শেষে বিধি মোতাবেক উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। বিকল্প স্থানে মসজিদ স্থানান্তরের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও বিআইডব্লিউটিএ কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে মর্মে তিনি সভায় প্রস্তাব করেন। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, ৪৫টি না হলেও অন্ততঃ দু'একটি দিয়ে শুরু করা দরকার। ইতোমধ্যে কেরাণীগঞ্জে ১টি অপসারণ করা হয়েছে। এভাবে দূরবর্তীগুলো আগে

চলমান পাতা-০৩